তারিখ 05 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২

ইসলাম ও সমাজ

শিক্ষা ও রাজনীতিতে নারীর অধিকার

তাযকিরা খাতুন

পুরুষ ও নারী শুধু সামাজিকভাবেই নয় বরং রাজনৈতিকভাবেও একে অপরের জন্য পরিপূরক সাহায্যকারী। ইসলাম নারী ও পুরুষের ভোটের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি

ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আরবিতে একটা প্রবাদ আছে, জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হলে যাও। তারও আগে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত হতে। পড় তোমার রব মহত্তম। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন কিছু যা সে জানত না। -সূরা আলাক : ১-৫

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা নারী-পুরুষ সবাইকে সমানভাবে শিক্ষার কথা নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ সে সময়ের, যখন নারী শিক্ষার কোনো ধারণাও ছিল না। রাসুলুল্লাহর (সা.) সময়কালে উম্মত জননী হজরত আয়েশা (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। বহু সাহাবি এবং বিখ্যাত তাবেয়িগণ তার কাছ থেকে হাদিস, ফিকাহসহ বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করেছে। তিনি ২২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে হজরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) বলেন, যখন আমরা সবাই মিলে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতাম না, তখন হজরত আয়েশার (রা.) কাছে শরণাপন্ন হলে তার সঠিক জবাব পেয়ে যেতাম। তিনি ৭৭ জন সাহাবির ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ছাড়া হজরত সালমাও (রা.) ছিলেন সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ আলেম। ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, তিনি ৩২ জন সাহাবির ওস্তাদ ছিলেন।

এ রকম আরও অসংখ্য উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ওই বিষয়গুলো সেই সময়ের, যখন নারীকে মানুষ মনে করত ঘরের ব্যবহার্য আসবাবপত্র আর শিশুকন্যাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। অন্ধকার অমানিশার বুক চিরে ইসলামের সোনালি সূর্যোদয় পুরুষের মতো নারীকেও দিয়েছে জ্ঞানের আলোকচ্ছটা, এতে উদ্ভাসিত হয়েছে মহীয়সী নারীরা। এখান থেকে বোঝা যায়, ইসলাম নারীকে ঠকায়নি বরং দিয়েছে সমঅধিকার।

ইসলামী শরিয়তের মতে নারী-পুরুষ এক সমান। ইসলাম নারী ও পুরুষের জানমাল ও ইজ্জতের অধিকার সমানভাবে দিয়ে থাকে। ফলে আইনের অধিকারও একই রূপ। ইজ্জতের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারী-পুরুষ সবার জন্য ইসলামী আইন সমান। যেমন কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করলে ইসলামের যে বিধান অনুরূপ কোনো নারী কোনো পুরুষকে হত্যা করলেও একই বিধান; যেমন আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা! তোমাদের জন্য মাসয়ালাগুলোতে কিসাসের বিধান লিখে দেওয়া হলো। অনুরূপ দাসের বিনিময়ে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী।' -সূরা আল বাকারা : ১৭৮

ইসলামী বিধিবিধানে শারীরিক ক্ষতির শাস্তি পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সম্পূর্ণ সমান। এ প্রসঙ্গে সূরা মায়েদার ৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'চোর পুরুষ হোক বা মহিলা হোক যখন চুরি করবে, তখন তোমরা হাত কেটে দেবে।'

অনুরূপভাবে সূরা নূরের ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারী যেই হোক তাকে একশ'টি বেত্রাঘাত করো।'

ইসলাম শারীরিক শাস্তির বিধান পুরুষ ও নারীর জন্য সমান করে দিয়েছে। তবে মহিলাদের চরিত্রকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে ইসলাম যুগান্তকারী বিধান কায়েম করেছে, যা পুরুষের জন্য করা হয়নি। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা পবিত্র চরিত্রের নারীদের প্রতি অপবাদ দেবে, তাদেরকে প্রমাণের জন্য ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। যদি তারা তা না করে তাহলে ৮০টি বেত্রাঘাত করো এবং ভবিষ্যতে তাদের কোনো সাক্ষীই গ্রহণ করা হবে না। -সূরা আন নূর : ৪

সাধারণ অপরাধের শাস্তির জন্য সাক্ষী দু'জন আর বড় কোনো অপরাধের শাস্তির জন্য সাক্ষী চারজন বাধ্যতামূলক। অনুরূপ নারীদের চরিত্রের ব্যাপারে অপবাদের জন্য চারজন সাক্ষী হাজির করতে বলা হয়েছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষ সমান আইনের অধিকারী হলেও এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

ইসলাম নারীদের অন্যান্য অধিকারের মতো রাজনৈতিক অধিকারও বিশেষভাবে দিয়েছেন। নারী ও পুরুষের ভোটাধিকার একই। এতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা এরা সবাই একে অপরের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক। এরা একে অপরকে ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। এ লোকেরাই তারা যাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অবশ্যই আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী।' -সূরা তওবা : ৭১

পুরুষ ও নারী শুধু সামাজিকভাবেই নয় বরং রাজনৈতিকভাবেও একে অপরের জন্য পরিপূরক সাহায্যকারী। ইসলাম নারী ও পুরুষের ভোটের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে নারীদের পুরুষের মতো ভোটাধিকার প্রদান করেছে।

ইসলাম নারীকে শুধু ভোটাধিকার দেয়নি, আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও দিয়েছে। একদা হজরত ওমর (রা.) বিবাহের মোহর নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইলে এক বৃদ্ধ মহিলা পেছন থেকে উঠে এর প্রতিবাদ করেন এবং কোরআনের এই আয়াত পাঠ করেন, 'যদি তোমরা একজন স্ত্রীর জায়গায় অন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও, তাহলে তোমরা যাকে তালাক দিতে চাচ্ছ তার মোহরের জন্য সম্পদের একটি পর্বত যদি দিয়ে থাক, তাহলে তা থেকে একটি জিনিসও ফেরত নিতে পারবে না।' -সূরা নিসা : ২০

অতঃপর সেই বৃদ্ধা বললেন, যেখানে আল্লাহতায়ালা মোহরের কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেননি, সেখানে ওমর (রা.) কীভাবে মোহর নির্ধারণ করে দেবেন। তখন হজরত ওমর (রা.) তার মত প্রত্যাহার করেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই ওমর ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছিল আর এই নারী তা ঠিক করে দিলেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীদের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

● আলেম